যুগান্তর

তারিখ 16 MAY 2009
পৃষ্ঠা ১০ ... ৪

আবাসন সুবিধা নেই ৫৭ ভাগ শিক্ষার্থীর

মুসতাক আহমদ

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ৫৭ ভাগ শিক্ষার্থীরই আবাসন সুবিধা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ৪৩ ভাগ শিক্ষার্থীর আবাসন সুবিধা নিশ্চিতের কথা বলা হলেও বর্তমানের প্রকৃত চিত্র আরও ভয়াবহ। আর আবাসন সুবিধাবঞ্চিতরা ক্যাম্পাসের ভেতরে-বাইরে মানবেতর জীবনযাপন করছেন বলেও জানান তারা। ইউজিসির তথ্যমতে, বিগত দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে চলছে এ অবস্থা। শিক্ষার্থীদের ক্রমাগত চাপে দিনে দিনে বাস্তুহারাদের হার বাড়ছেই। সূত্রমতে, শুধু শিক্ষার্থীই নয়, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের আবাসন সংকটও তীব্র। মাত্র ২৮ ভাগ শিক্ষক, ১৫ ভাগ কর্মকর্তা ও ১৪ ভাগ কর্মচারী এই সুবিধার আওতায় আছেন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের লেখাপড়ার জন্য শিক্ষার্থীদের আবাসন সুবিধার বিষয়টি অগ্রাধিকারে রাখতে হয়। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ বিগত তিনটি সরকারের আমলে এ বিষয়ে উদ্যোগ খুব কমই লক্ষ করা গেছে। অথচ প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই কখনো স্বউদ্যোগে আবার কখনো ইউজিসি বা সরকারি অনুরোধে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিভাগ খোলা ও অন্য বিভাগে শিক্ষার্থী ভর্তির আসন বাড়ানো হয়েছে; কিন্তু নির্মিত হয়নি নতুন হল বা হলে আসনও বাড়েনি। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আবাসন সংকটকে পুঁজি করেই গড়ে উঠেছে দখলদারিত্বের ছাত্র রাজনীতি।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে, সে সরকারের ছাত্র সংগঠন হলগুলোতে প্রতিষ্ঠা করে নিরঙ্কুশ আধিপত্য। হল প্রশাসনে নিয়োগ পান এক শ্রেণীর ব্যক্তিত্বহীন, চাটুকার প্রভোস্ট আর হাউস টিউটর। ছাত্রনেতারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের মর্যাদা পর্যন্ত দিতে চান না। ছাত্রছাত্রীদের দলীয় মিছিলে এক প্রকার ভেড়ার পালের মতো ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই ছাত্রনেতাদের অঙ্গুলির ইশারায় চলে হল প্রশাসন। হল অফিসের পরিবর্তে গেস্ট রুম থেকে বণ্টিত হয় আসন। বিগত ১/১১-এর পটপরিবর্তনের সময়ও অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। এখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের অতিথি কক্ষে গেলেই সবিধা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

সুবিধা : আবাসন

(শেষ পৃষ্ঠার পর) মিলবে এই অভিযোগের সত্যতা। এক হিসাবে দেখা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৭০ ভাগ ছাত্র হলে অবস্থান করছেন অবৈধভাবে। অর্থাৎ হলে অবস্থানকারী বিশাল অংশ আবাসিক বা বৈতাবাসিক অনুমতি নেননি। ছাত্রনেতারা দলের মিছিল-মিটিং করার শর্তে তাদের হলে সিট দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলমান এই 'সিট বৈরাজ্যে'র অভিযোগ স্বয়ং ইউজিসিরও। উদ্বিগ্ন ইউজিসি ২০০৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে এ ব্যাপারে প্রকাশ করেছে চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা।

ইউজিসির রিপোর্ট মতে, ২০০৭ সালে দেশের ২৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২টিতে মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে মাত্র শতকরা ৪৩ জন পেয়েছেন আবাসন সুবিধা। অবশ্য আগের বছরের তুলনায় এটা ৩ ভাগ বেশি। ২০০৫ সালে গড়ে ৩৩ জন পেয়েছেন এই সুবিধা। ২০০৪ সালে গড়ে ৩২ জন পেয়েছিলেন এই সুবিধা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত এক দশকে মাত্র দুটি আবাসিক হল নির্মিত হয়েছে। অথচ এই সময়ের মধ্যে শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একাধিক ভবন নির্মিত হয়। ১৯৯৬-২০০১ সালের আওয়ামী লীগ আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ হাজার ১৬ আসনবিশিষ্ট একটি ছাত্র ও একটি ছাত্রী হল নির্মাণ করা হয়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালে 'টুইন টাওয়ার' নামে একটি ছাত্রী হল নির্মাণের ঘোষণা দিয়ে যান। সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াও ২০০৩ সালের ২২ ডিসেম্বর ৫০০ আসনবিশিষ্ট একটি ছাত্রী হল নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু সে হল আজ পর্যন্ত নির্মিত হয়নি।

কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কি অবস্থা

ইউজিসির পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের একমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটেও আবাসিক সংকট প্রকট। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৬ ভাগ শিক্ষার্থী আবাসন সুবিধা থেকে বঞ্চিত। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে [illegible] মাত্র ৭৫ ভাগ শি[illegible] চট্টগ্রাম [illegible] [illegible]

নজরুল ইসলাম বলেন, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সংখ্যা আশাতীত হারে বাড়ছে। আবাসন সুবিধাবঞ্চিত বেশি ছাত্রীরা। তাদের টিভি রুম, মিলনায়তনে থাকতে হচ্ছে।

তবে আশার কথা হচ্ছে, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীই বর্তমানে আবাসন সুবিধা পাচ্ছেন।

২০০২ সালে দেশের ১৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৯২ হাজার ১৫২, যার মধ্যে মাত্র ৩৯ হাজার ৭৪০ জন অর্থাৎ ৪৩ দশমিক ১২ ভাগ ছাত্রছাত্রী আবাসিক সুবিধা ভোগ করেছেন। এর আগে ২০০১ সালে দেশের ১২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৯২ হাজার ৩১২ জন, যার মধ্যে মাত্র ৩৭ হাজার ২৬৭ জন অর্থাৎ ৪০ দশমিক ৩৭ ভাগ ছাত্রছাত্রী আবাসিক সুবিধা পেয়েছেন। ২০০৬ সালে ২৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী ছিল ১ লাখ ৫৩ হাজার ২৪৯ জন। এর মধ্যে ৬১ হাজার ৯০৯ জন পায় আবাসন সুবিধা, যা মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৪০ ভাগ। আর বর্তমানে মোট ১ লাখ ৬২ হাজার ১৪৫ জনের মধ্যে ৫৭ হাজার ৩৩৯ জন আবাসন সুবিধা পেয়েছে। এটা মোট সংখ্যার ৪৩ ভাগ।

শিক্ষক-স্টাফদেরও একই সমস্যা।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সংকটও তীব্র। বর্তমানে মাত্র ২৮ ভাগ শিক্ষক এবং ১৫ ভাগ কর্মকর্তা এবং ১৪ ভাগ কর্মচারী আবাসন সুবিধা ভোগ করছেন। ২০০৪ সালে ২৭ ভাগ শিক্ষক ও ১৩ ভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারী এই সুবিধা পেতেন। ২০০৩ সালে ২৯ দশমিক ৮১ ভাগ শিক্ষক এবং ১৬ দশমিক ৪২ ভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারী এ সুবিধার অধীন ছিলেন।

[illegible]র্থী হলে থাকছে। [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪, খুলনা [illegible]বিদ্যালয়ে প্রায় ২৪, দেশের একমাত্র উচ্চতর মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৯, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৯, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৬, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯০ ভাগ শিক্ষার্থী আবাসন সুবিধা ভোগ করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৮ ভাগ শিক্ষার্থী থাকছেন হলে। সবচেয়ে বেশি আবাসন সংকট চলছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮১ ভাগ শিক্ষার্থীকেই হলের বাইরে থাকতে হচ্ছে। অথচ এর আগের বছরও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ এবং শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২ ভাগ শিক্ষার্থী আবাসন সুবিধা পেয়েছিল।

২০০৪ সালে মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ২০০৫ সালে ৬৯ ভাগ শিক্ষার্থীকে এই সুবিধা দেয়া সম্ভব হয়েছিল। পরের বছর এই হার উদ্বেগজনক হারে নেমে যায়। বর্তমানে মাত্র ৩৩ ভাগ শিক্ষার্থী পাচ্ছে এই সুবিধা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সব শিক্ষার্থী আবাসন সুবিধা পেয়ে আসছিল। ২০০৬ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও শতভাগ শিক্ষার্থী আবাসন সুবিধা পায়। কিন্তু বর্তমানে ৮৭ ভাগ শিক্ষার্থীর সে ব্যবস্থা রয়েছে। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক